শুক্রবার, ৬ জুলাই ১৪২৫
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ১৮৯

পঞ্চায়েতে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ে বিস্মিত সুপ্রিম কোর্ট, শিক্ষা নিক কমিশন

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৩৪ শতাংশ প্রার্থীর জয়ের ঘোষণায় সুপ্রিমকোর্ট যারপরনাই বিস্মিত। শুধু তাই নয়, জয়ের তথ্য, আসন সংখ্যা ইত্যাদি দিতে না পারায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে। শুধু তাই নয়, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের গন্ধে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র কতটা বজায় আছে, সে প্রশ্নও উঠে এসেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজ্য নির্বাচন কমিশন রাজ্যের শাসকদলের তল্পিবাহক হিসাবেও কাজ করছে। শীর্ষ আদালতের ওই মন্তব্যে রাজ্যনির্বাচন কমিশনের মুখ পুড়ল। এটা অত্যন্ত লজ্জার। এই মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত মন্তব্য করেছে, এভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এত আসন জয় অত্যন্ত দুর্ভাগজনক। নির্বাচনে স্বচ্ছতা থাকাটা বাঞ্ছনীয়। মামলায় মঙ্গলবার তোপের মুখে পড়েত হল রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে। তো পের মুখে পড়লেন সুপ্রিমকোর্টে এজলাসে উপস্থিত কমিশনের সচিব নীলাঞ্জন শান্ডিল্য। এই মামলায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অবস্থা কাহিল হয়ে যায়। কমিশনের কাজ নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণ, অবাধ এবং সুষ্ঠুভাবে হয় তা সুনিশ্চিত করা। কমিশন তা করতে ব্যর্থ হলে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। সেই দুঃসময় যেন না আসে। এটাই কাঙ্ক্ষিত রাজ্যবাসীর।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জীবের এই তিন অবস্থা।

"যারা জ্ঞান বিচার করে তারা তিন অবস্থাই উড়িয়ে দেয়। তারা বলে যে ব্রহ্ম তিন অবস্থারই পার; স্থূল সূক্ষ্ম, কারণ—তিন দেহের পার; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণের পার; সমস্তই **মায়া**, যেমন আয়নাতে প্রতিবিম্ব পড়েছে; প্রতিবিম্ব কিছু বস্তু নয়; **ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু**।"

"ব্রহ্মজ্ঞানীরা আরও বলে, দেহাত্ম-বুদ্ধি থাকলেই দুটো দেখায়। প্রতিবিম্বটাও সত্য বলে বোধ হয়। ঐ বুদ্ধি চলে গেলে, সোহহং 'আমিই সেই ব্রহ্ম' এই অনুভূতি হয়।"

একজন ভক্ত—তাহলে কি আমরা সব বিচার করবো?

[দুই পথ ও গিরিশ—বিচার ও ভক্তি—জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিচার পথও আছে, বেদান্তবাদীদের পথ। আর একটি পথ আছে ভক্তি পথ। ভক্ত যদি ব্যাকুল হয়ে কাঁদে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য, সে তাও পায়। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।

"দুই পথ দিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে। কেউ কেউ ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ভক্তি নিয়ে থাকে লোক-শিক্ষার জন্য; যেমন অবতারাদি।"

"দেহাত্ম-বুদ্ধি, 'আমি' বুদ্ধি কিন্তু সহজে যায় না; তাঁর কৃপায় সমাধিস্থ হলে যায়—নির্বিকল্প সমাধি, জড় সমাধি।"

"সমাধির পর অবতারাদির 'আমি' আবার ফিরে আসে—বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি। এই 'বিদ্যার আমি' দিয়ে লোকশিক্ষা হয়। শঙ্করাচার্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিল।"

"চৈতন্যদেব এই 'আমি' দিয়ে ভক্তি আস্বাদন করতেন, ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকতেন; ঈশ্বরীয় কথা কইতেন; নাম সংকীর্ত্তন করতেন।"

"আমি তো সহজে যায় না, তাই ভক্ত জগত স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থা উড়িয়ে দেয় না। ভক্ত সব অবস্থাই লয়; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণও লয়; ভক্ত দেখে তিনিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন, জীব-জগৎ হয়ে রয়েছেন; আবার দেখে সাক্ষার চিন্ময়রূপে তিনি দর্শন দেন।"

"ভক্ত বিদ্যামায়া আশ্রয় করে থাকে।

দিনপঞ্জিকা

২১ আষাঢ়, ভাঃ ১৫ আষাঢ়, **৬ জুলাই**, ২১ আহার, সংবৎ ৮ আষাঢ় বদি, ২১ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৩। **শুক্রবার**, অষ্টমী রাত্রি ঘ ৮।১৩ মিঃ। রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৩৫ মিঃ। অতিগন্ডযোগ রাত্রী ঘ ৩।১০ মিঃ। বালবকরণ, দিবা ঘ ৮।১২ গতে কৌলবকরণ, রাত্রি ঘ ৮।১৩ গতে তৈতিলকরণ। **জন্মে**— মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টৌত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ঘ ৩।৩৫ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। **মৃতে**—দোষনাই। **যোগিনী**—ঈশানে, রাত্রি ঘ ৮।১৩ গতে পূর্ব্বে। **বারবেলাদি** ঘ ৮।২১ গতে ১১।৪২ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৯।৩ গতে ১০।২২ মধ্যে। **যাত্রা**— নাই দিবা ঘ ৬।৩৯ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, অপরাহ্ণ ঘ ৪।৩৭ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, রাত্রি ঘ ৮।১৩ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৩।৩৫ গতে দক্ষিণেও নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**—গাত্রহরিদ্রা অবৃঢ়ান্ন নামকরণ শঙ্খব্রতধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন, কারকানারম্ভ, কুমারীনাসিকাবেধ বাহন ক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। **বিবাহ**—সন্ধ্যা ঘ ৬।২৩ গতে রাত্রি ঘ ৮।১৩ মধ্যে ধনু ও মকর লগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। **বিবিধ**— অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ঘ ৮।১৩ মধ্যে প্রাগ্নিষ্ঠ নিষেধ। **ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস** (৬ জুলাই, ১৯০১ খ্রী)। **মাহেন্দ্রযোগ**—দিবা ঘ ৫।৫৬ গতে ৬।৪৯ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১০।২২ মধ্যে। **অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ১২।৯ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৮।৩০ মধ্যে ও ১০।৪৬ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।১ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২১ আষাঢ়, ভাঃ ১৫ আষাঢ়, ৬ জুলাই, ২১ শওয়াল, ২১ আহার, উঃ ৪।৫৯, অঃ ৬।২২, শুক্রবার, অষ্টমী রা ঘ ৮।১২, সেহরী শেষ ৩।২৫ ইফ্তার শেষ ৬।৩০।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

যাত্রা জগতের দিক্‌পাল অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আশিস বরণ সামন্ত

জন্ম-১৮ মাঘ ১৩২৩ সাল
প্রয়ান-৩০ কার্তিক ১৪০৩ সাল

গ্রাম বাংলার যাত্রা শিল্প জগতে যে কটি উজ্বল নক্ষত্র আজও ধ্রুবতারা হয়ে দীপ্তিমান তাঁদের অন্যতম জ্যোতিষ্কটি হচ্ছেন অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩২৩ সালের ১৮ মাঘ বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার দারাপুর গ্রামে অশ্বিনীকুমারের জন্ম। পিতা তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা—নলিনীদেবী। দুভাই ও এক বোন সহ পাঁচ জনের সংসার। বাবার ছোট্ট কাপড়ের দোকান। সামান্য আয়। কোনও রকমে সংসার চলে। এই ব্যবসারই ফাঁকে ফাঁকে গান রচনা করতেন পিতা তারাপ্রসন্ন। ভক্তিমূলক এই গানই অশ্বিনীকুমারকে সর্বপ্রথম জনসমক্ষে এনেছিল।

লেগো গ্রামের শশধর ভট্টাচার্যের কাছে লেখাপড়ায় হাতেখড়ি, পরে গ্রাম ষোলো আনার সরস্বতী মন্দিরে পন্ডিত আকিঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পাঠশালায় পড়াশোনা। চতুর্থ শ্রেণির পাঠ সেরে ভর্তি হলেন লেগোর ইংরেজি বিদ্যালয়ে। ওই বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় পিতার উৎসাহে পিতারই লেখা গান—'আজি এ শুভদিনে/ এ শুভ লগনে/ বিদ্যালয় ভবনে/ প্রাইজ বিতরণ'—গানটির মাধ্যমে প্রথম জনসভায় তথা দর্শকসমাজে তিনি উপস্থিত হলেন। প্রতিটি শ্রোতার উৎসাহ ও করতালিতে যখন চারদিক মুখরিত ঠিক তখনই প্রখ্যাত চিকিৎসক এবং অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডাঃ শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা ও প্রদত্ত রৌপ্য পদক অশ্বিনীকুমারকে উৎসাহিত করে এবং ক্রমে ক্রমে খ্যাতির শীর্ষে উঠতে সাহায্য করে।

প্রথম কৈশোরেই সংসারজীবনে প্রবেশ করতে হয়েছিল অশ্বিনীকুমারকে। ছগলি জেলার গোঘট থানার পশ্চিমপাড়া গ্রামে তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা নীহারবালার মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে পদার্পণের আগেই তাঁর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ঠিক তার পরই সাংসারিক দুরবস্থার জন্য লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে চাকরির উদ্দেশ্যে বাড়ির বাইরে তাঁকে পা বাড়াতে বাধ্য হতে হয়। কিছুদিন বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা করে হাজির হন কলকাতা—৬ এর ২০ নং নাথের বাগান স্ট্রিটে 'গণেশ অপেরা'র স্বত্বাধিকারী হরিপদ কোঙারের কাছে। প্রথম সাক্ষাৎকারেই 'অপেরা বালক' হিসেবে থাকার অনুমতি পেলেন তিনি। ওই সময় নানান মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মত তাকে ক্ষণিক বিভ্রান্ত করলেও গণেশ অপেরাতে থেকে শুরু করেন অভিনয় শিক্ষা জীবন। তাঁর প্রথম অভিনয় 'গনেশ অপেরা'-তে ব্রজেন্দ্রকুমার রচিত 'ব্রজনাভ' বই-এ রাজপুত্রের ভূমিকায়। ১৯৩৬ সালে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কলকাতার কালীঘাটের কালীমায়ের সামনে বিখ্যাত নাটামঞ্চে তাঁর প্রথম অভিনয় দর্শক সমাজকে প্রকটভাবে অভিভূত করেছিল। দলে ছিলেন যাত্রাজগতের দিক্‌পাল ছোট ফণীবালা। ছিলেন গদাধর ভট্টাচার্য মহাশয়। চতুর্থ দৃশ্যে হাতে শিবলিঙ্গ নিয়ে গাইতে গাইতে প্রবেশ করলেন—'ওগো পাষাণ/ তুমি জাগো, জাগো/ সুধামুখে কথা কও' প্রখ্যাত সুরকার সত্যীশ দাস মহাশয়ের সুর দেওয়া এই গানে কণ্ঠ দিয়ে অপেরা বালক রাজপুত্র অশ্বিনীকুমার পেলেন হাজার হাজার মানুষের করতালির মাঝে জনৈক প্রৌঢ় দর্শকের উপহার দেওয়া "রৌপ্যপদক"। শুরু হল তাঁর অভিনয় জীবন।

গনেশ অপেরায় ছয় বছর অভিনয়ের পরে গায়িকানায়িকার অভিনয় দক্ষের সঙ্গে করে ফিরে এলেন গ্রামে। পিতৃদেবের অসুস্থতার কারণে কলকাতার যাত্রাদলে অভিনয়ের আশা বাতিল করে গ্রাম্য যাত্রাদলেই অভিনয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন।

এরপর তিনি পাল্লিতে প্রথমে সন্তোষপুরের অনুকুল মন্ডলের দলে আসেন। নিয়ে আসেন তৎকালীন প্রখ্যাত নট রামশশী ঘোষাল মহাশয়কে। অশ্বিনীকুমার বাড়ি দার পুরে ছিল এনার শ্বশুরবাড়ি। এই সূত্রে যোগাযোগ। এরপর তিনি কুলকীর দল, আগাই, গরবেতা, শোলা, রামজীবনপুর, তাতার পুর, কাশপুর প্রভৃতি দলগুলির ১নং অভিনেতা হিসাবে বিভিন্ন নাটকে ভিন্ন ভিন্ন রসের চরিত্র দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করতে থাকেন।

যাত্রাদলে অভিনেতা হিসাবে অভিনয়ই শুধু তিনি করেননি। পরবর্তীকালে অভিনয়-শিক্ষক হিসাবে খুঁজে বের করলেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য সুদক্ষ অভিনেতাদের। বাংলা ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এমনকি অধুনা বাংলাদেশেও তাঁর অভিনয় আজও দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। কলকাতার গনেশ অপেরার কথা তিনি যেমন ভুলতে পারেননি, ঠিক তেমনি তাঁর শেষ জীবনের অভিনয়ের কথাও তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে।

তাঁর অভিনয় জীবনের শেষ দলটি ছিল আরাম্বাগের 'শিল্পীচক্র'। দলটির প্রোপ্রাইটার ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা ও শিল্পীদরদি মানুষ পশুপতি কুন্ডু মহাশয়। ইতিপূর্বে পশুপতিবাবু 'কাশপুর কালুরায় অপেরা'র প্রোপ্রাইটার এবং অভিনেতাও ছিলেন। অশ্বিনীকুমারের গুণমুগ্ধ শিষ্য ও হাতে গড়া অভিনেতা পশুপতিবাবু শিল্পীজীবনের ব্যথাবেদনাকে উপলব্ধি করে এক নতুন পদ্ধতিতে 'শিল্পীচক্র' পরিচালনা করতে থাকেন। বাংলা ১৩৮৯ সালের কার্ত্তিক মাসে এই 'শিল্পীচক্র' দলে থাকাকালীন পুজোর মরশুমে গোঘাট থানার নারায়নপুরের পি কে ব্যানার্জী মহাশয়ের জগদ্ধাত্রী পুজোতে অভিনয় করতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এদিন তিনি প্রসাদ ভট্টাচার্যের লেখা 'শবরীর সংসার' নাটকে শবরীর কাকার পাঠ করলেন। এই যাত্রা অভিনয়টি ছিল তাঁর শেষ অভিনয়।

মাত্র তেরো বছর বয়সে যে অভিনয় জীবন তিনি কালীঘাটের কালীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করেন তা দীর্ঘ তিপান্ন বছর ধরে তার গতি অব্যাহত রেখে, ছেষট্টি বছর বয়সে মা জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম করে পরিসমাপ্তি ঘটে। যাত্রাজগতের দিক্‌পাল অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইহজগতে আজ আর না থাকলেও তাঁর অভিনয়ের ধারা অনন্তকাল ধরে যাত্রাশিল্প জগৎকে প্রভাবিত করে চলবে একথা জোড় দিয়েই বলা যায়।

গ্রাম বাংলার প্রতিটি গ্রামগঞ্জের মানুষ, যাঁরা তাঁর অভিনয় দেখেছেন, তাঁরা আজ তাঁর অভাব প্রকটভাবে অনুভব করছেন। সেদিনও তাঁরা ভেবেছিলেন, আজও তাঁরা ভাবেন, একজন শিল্পী কি অসাধারন প্রতিভার অধিকারী হলে, তবেই একজন সাধক রামপ্রসাদের ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করে, পরের দিন এক কুৎসিত দর্শন, প্রতিশোধ-পরায়ণ, খলনায়ক নিষ্ঠুর ভি ক্তি ওয়া লা -- 'গোলাম কাদের'-এর চরিত্রে সার্থক অভিনয় করতে পারেন? বজ্রনাভ জগতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে অভিনয় করে পরে দিন রামী ধোপানীর পাগল করা অভিনয়? পুষ্প চন্দনের চন্দন গুন্ডার অভিনয় (কানপুর কালুরায় অপেরাতে) কি আমরা কেউ ভুলতে পারবো?

ভুলতে পারবো সাধু তুকারামকে? পরশমণির মদ্যপ উচ্ছৃঙ্খল গৌরীশঙ্করকে? বন্দির ছেলেরা বিদ্যুৎ ডাকাতকে? দাসীপুত্রের মহানন্দকে? বাঙালির মোবারককে? শেষে আরতির সম্রাট অজাতশত্রুকে? দুর্গেশ নন্দিনীর ওসমানকে? পতিতের ভগবানে সেই মুচির ছেলেকে? হ্যাঁ—মুচির ছেলে, কেউ ধরতে পারেনি যে, অশ্বিনীবাবুই সেজেছেন এই মুচির ছেলে। কি অভূতপূর্ব ছিল সেই মেকআপ—ততোধিক অভূতপূর্ব ছিল অভিনয়, সে অভিনয়ের কাছে তৎকালীন কলকাতার নামী অভিনেতা স্বপনকুমারের চরিত্রের অভিনয়কেও ম্লান বলে মনে হয়েছিল।

এক কথায় গ্রামবাংলার যাত্রাশিল্পে অশ্বিনীবাবু ছিলেন রাজাধিরাজ। ওঁনার আগে, সমকালে ও পরে কত শত প্রতিভাধর যাত্রাশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে এই গ্রামবাংলার বুকে, কিন্তু সকলের মাঝে অশ্বিনীবাবুই ছিলেন উন্নত শীর্ষ ধবল গিরির মতো, কারো সাধ্য ছিল না, এই উচ্চচূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে। যে যাত্রাগান ছিল একদিন নিতান্ত উচ্চকণ্ঠ কলরব সর্বস্ব, সেই যাত্রাগানকে শ্রেষ্ঠ শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন এই অশ্বিনীবাবু। অভিনয়ের আঙ্গিক ও বাচনিক উভয় ক্ষেত্রেই কত সূক্ষ্ম, কত হৃদয়গ্রাহী হতে পারে অশ্বিনীবাবুর অভিনয়, তা বারবার প্রমাণ করেছে তাঁর বহুমুখী চরিত্রাভিনয়ের মধ্য দিয়ে।

বারবার প্রমাণ করেছেন তাঁর বহুমুখী চরিত্রাভিনয়ের মধ্য দিয়ে। পরম করুণাময়ের কাছে তাঁর অমর আত্মার শান্তি কামনা করি। তিনি পুনরায় নূতন আঙ্গিকে আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন, বারবার এই প্রার্থনা করি।

ভ্রমসংশোধন
৫ জুলাই এনং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'নজরুল এক বিস্ময়' শিরোনামে লেখাটির লেখিকার নাম সংহিতা মণ্ডল-এর জায়গায় হবে সংহিতা সামন্ত মণ্ডল।

পালরাজা রাম পালের সামন্তচক্রের সন্ধানে (ঢেক্কুরির প্রতাপ সিংহ)

আব্দুর রহমান
পর্ব ১

পশ্চিমবাংলার রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ইতিহাস ও সাহিত্য-সংস্কৃতির নানান মূল্যবান তথ্য লুকিয়ে আছে। এই সবের অনুসন্ধানে আমাদের ব্রতী হওয়া প্রয়োজন। বাংলার ইতিহাসের একটা বিরাট অংশ পাল রাজাদের স্মৃতি বিজড়িত। পালরাজা রাম পাল (১০১৯–১১০৩ খ্রিঃ) এবং তাঁর চৌদ্দজন মহাসামন্তদের নাম তাঁর সভাকবি সন্ধাকর নন্দীর 'রামচরিত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সমসাময়িক কালের একজন অজ্ঞাতনামা টীকাকার তাঁর টীকায় রাম পালের মহাসামন্তদের নাম ও তাঁদের রাজধানীর নাম উল্লেখ করে গিয়েছেন। কিন্তু দুঃখ ও বেদনার কথা, বিস্তারিতভাবে এইসব রাজাদের রাজধানী আবিষ্কারের তেমন কোনও কার্যকর প্রচেষ্টাই হয়নি। এই বিষয়ে আমরা প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের উল্লেখ থেকে 'ঢেক্কুরি' অঞ্চলের অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। এই অনুসন্ধানের তথ্যগুলি ইতিহাস অনুক্রমে এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করছি।

১) পীটপতি (বোধগয়ার রাজা) কানকুব্জ বিজেতা মগধেশ্বর ভীমবর্মাঃ ২) কেটটবীর রাজা বীরগুণঃ- দক্ষিণ সিংহাসন চক্রবর্তী ৩) উৎকল রাজ কর্ণকেশরীর বিজেতা দন্ডভুক্তিপাত জয় সিংহ। দন্ডভুক্তি নগরী ছিল মেদিনীপুরে। সোম বংশীয় কর্ণের রাজধানী ছিল গুহবেশ্বর পাটক বা গুহাদের পাটক (কটক জেলার অন্তর্গত ফাজপুর) তিনি গঙ্গাবংশীয় অনন্তবর্মা চৌড়গঙ্গ (১০৭৮–১১৪৭ খ্রীঃ) কর্তৃক উৎখাত হন। ৪) দেবগ্রামের নিকবর্তী কলাবলভীর রাজা বিক্রমরাজ। ৫) আটবিক সামন্তচক্র চূড়ামণি অপর মন্দারপতি লক্ষ্মীপুর। তাঁর রাজ্য ছিল বর্তমান ছগলি জেলার গড়মান্দারণ অঞ্চলে। ৬) কুজবটীর রাজা মুরপাল। স্থানটি সাঁওতাল পরগণা জেলার নয়া দুমকার ১৪ মাইল উত্তরে। ৭) তৈলকম্পরাজ রুদ্রশিখর। স্থানটি ধানবাদ পুরুলিয়া অঞ্চলের তেলকুপী। ৮) উচ্ছলরাজ ভাস্কর বা ময়মল সিংহ। ৯) ঢেক্কুরির রাজপ্রতাপ সিংহ। স্থানটি সম্ভবত বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী দেকুনি ঢেক্কুরি। ১০) কয়ঙ্গল মন্ডলাধিপতি নরসিংহার্জুন। কয়ঙ্গলের শুদ্ধরূপ 'কজঙ্গল' অর্থাৎ রাজমহলের দক্ষিণে অবস্থিত কাঁকজোল। ১১) সংকট গ্রামের রাজা চন্দ্যার্জুন। ১২) নিদ্রাবলীর রাজা বিজয় রাজ। এঁকে কেউ কেউ সেনবংশীয় বিজয় সেন বলে মনে করেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের 'নিদ্রাবলী' নামে একটি গর্ভিত আছে। কৌশাম্বী কতরা জেলার পরগণ কুসুম্বী হতে পারে। ১৪) পদবন্যা মন্ডলের দারিদার সোম। পদুবন্যা বর্তমান পাবনা হতে পারে।

এখন আমরা রাম পাল পূর্ব ঢেক্কুরীর সামন্ত রাজাদের কথা আলোচনা করব।

ঈশ্বর ঘোষ ঃ- ঢেক্কুরির রাজা 'পরাক্রমমূল' উপাধিধারী ঈশ্বর ঘোষ (১০৪০-১০৮০ খ্রিঃ) ঢেক্কোরিয়া থেকে জটোদা নদীতে স্নান করে দিনাজপুর জেলার রামগাজে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন প্রদান করেছিলেন। শাসনটি তাঁর ৩৫শ রাজবর্ষে প্রদত্ত। কিন্তু দুর্দিনে বরেন্দ্র কৈবত অধিকার কালে শাসনটি দান করেছিলেন। তাঁর রাজ্য সম্পর্কে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কাটোয়া অঞ্চলে, উত্তরবাংলার কোচবিহার, জলপাইগুড়ি অঞ্চলে অথবা আসামের কামরূপ গোয়ালপাড়া অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে অনুমিত হয়। ঢেক্কুরি নামক যে জায়গা হতে শাসনটি প্রদান করা হয় সেই স্থানটি এম এম এইচ পি শাস্ত্রীয় মতে এক কে মৈত্রর মতে বর্ধমান জেলায় অবস্থিত এবং N. Basu N.G. Majumdar কামরূপ গোয়ালপাড়ার কথা বলেছেন। এদের মধ্যে প্রথম মতটিই অতিগ্রহণযোগ্য। দানগ্রাম ছিল পিয়াস্রা মন্ডলস্থিত গলিটিপ্যাক বিষয়ান্তর্গত দিখামোদিকা এবং গ্রহীতা ছিলেন ভর্গবগোত্রীয় যুর্জুবেদীয় ব্রাহ্মণ ভট্টনির্মোক শর্মা।

এই ঈশ্বর ঘোষ ছিলেন ধবল ঘোষের পুত্র। ধৃর্ত ঘোষের প্রপৌত্র। এখানে যে জটোদা নদীর কথা বলা হয়েছে সেটি প্রাচীন চূড়াপরী বর্তমানে চূড়পুনি গ্রামে উত্তরপূর্ব কোণ হতে প্রবাহিত হয়ে বর্তমানে চূড়পুনি গ্রামের উত্তরপূর্ব কোণ হতে প্রবাহিত হয়ে বর্তমান বিশ্বম্ভর মিশনের দক্ষিণ পাশ হতে বেঁকে দেকুড়ির উত্তর মাঠ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরও নীচের দিকে বর্তমানে শ্রীখন্ড গ্রামের পূর্বদিকের বিলে গিয়ে পড়েছে।

ঈশ্বর ঘোষের সময় অজয়নদ চূড়পুণী গ্রামের অনেক কাছ দিয়ে প্রবাহিত হত। তার প্রাচীন খাদ এখনও বর্তমান। নৈসর্গিক কারণে জটোদা নদীর উৎসমুখ উঁচু হয়ে গিয়েছিল বলে অনুমিত। এই নদীর তীরে দেকুড়িতে ষষ্ঠীতলার পাশে যে কালী পুকুরটি রয়েছে, সেটি সে যুগে জুটাদহ বা জটাকুন্ড নামে পরিচিত ছিল। Dr. R.C. Majumdar-এর মতে ঈশ্বর ঘোষ ঢেক্কুরি থেকে যে তাম্র শাসনটি প্রদান করেন তা সম্ভবত বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত বর্তমানে দেকুড়ি বা দেবকুন্ড গ্রাম (History of Bengal, R.C. Majumdar. P-140) ঈশ্বর ঘোষ হতে প্রতাপ সিংহ। রামপালের সামন্ত রাজার সময় পর্যন্ত ঢেক্কুরি ছিল বেশ বিস্তৃত একটি অঞ্চল। খন্ডগ্রাম (শ্রীখন্ড) চূড়াপল্লী (চূড়াপুণী) নবহট্ট (নহাটা) প্রভৃতি জনপদ এই সামন্ত রাজ্যের মধ্যে ছিল।

প্রতাপ সিংহের ইতিহাস ঃ- পাল রাজা রাম পালের (১০১৯-১১০৩ খ্রিঃ) সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' ও তার অজ্ঞাতনামা টীকাকারের টীকা হতে জানতে পারি যে ঢেক্কুরি রাজপ্রতাপ সিংহের রাজধানী ছিল ঢেক্কুরি। ঢেক্কুরির বর্তমান নামই 'দেকুড়ি' গ্রাম। ঢেক্করি নামের উৎস প্রসঙ্গে সামান্য কিছু বলতে চাই যা প্রবীণ লোককের মুখে আমরা শুনেছি। ঈশ্বর ঘোষ প্রসঙ্গে আমরা আজকের শাখা নদী জটোদা নদীর নাম পেয়েছি। এই নদীর তীরে দিককর বাসিনী দেবীর মন্দির ছিল। দিক অর্থাৎ দশ এবং কর অর্থাৎ হাত। দিককরি অর্থাৎ দশ হাত যুক্ত দেবী অর্থাৎ গৌরী বা দুর্গা। এই দিককরি নাম হতেই 'ঢেক্কুরি' নামটি এসেছে বলে স্থানীয় জনশ্রুতি। সম্প্রতি মন্দিরটির অস্তিত্বও পাওয়া গিয়েছে। সেই হাতে তৈরি, রোদে শুকনো, কাঠের আগুনে পোড়ানো টালির মত ইটও আমরা ষষ্ঠীতলা লাগোয়া চিবি থেকে পেয়েছি।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

'বন্দি'তেই প্রথমবার একসাথে অভিনয়

বন্দি মানে, কাউকে আটকে রাখা নয়, বন্দি হল একটা সিনেমার নাম। এই বন্দি নামে দুটি বাংলা ছবির কথা আমরা জানি। প্রথমবার বন্দি ছবিটি হয়েছিল ১৯৪২ সালে, যার কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সুরকার ছিলেন গিরীশ চক্রবর্তী। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১১ ডিসেম্বর ১৯৪২ সালে। দ্বিতীয়বার এই বন্দি নামে ছবিতে উত্তমকুমার, সুলক্ষণা পন্ডিত, আমজাদ খান, অমরেশপুরী অভিনয় করেছিলেন। আলো সরকার এই ছবির পরিচালক ছিলেন। শ্যামল মিত্র সুরকারের গাওয়া 'মনে হয় স্বর্গে আছি'—এই গানটার কথা। তবে এই বন্দির গল্পে উঠে এসেছে এক নতুন গল্প। এখানে তিনভাই প্রথমবার একসাথে অভিনয় করেছেন। তিন ভাই মানে অশোক কুমার, অনুপ কুমার ও কিশোর কুমার। এই তিনজনের তিনজন নায়িকাও ছিলেন। এঁরা হলেন বীণা রাই, শ্যামা ও নন্দা। বন্দি ছবিটির প্রযোজনায় ছিলেন বেনু দত্ত। পরিচালক ছিলেন সত্যেন বসু। আর হেমন্তকুমার (মুখার্জী) এই ছবির সুরকারের দায়িত্বে ছিলেন। বন্দি পোস্টারে লেখা হয়েছিল একটা ছোট্ট সংলাপ। যাতে লেখা ছিল, ইয়ে সংসার এক বন্দিশালা হ্যায়, ঔর ইসমে রহেনে বালা হর মানুষ বন্দি হ্যায়'। ১৯৫৭ সালে ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। সেই প্রথমবার একসাথে অভিনয়। তারপর ১৯৮৮ সালে 'চলতি কা নাম গাড়ী' ছবিতে অভিনয় করতে দেখেছি একসাথে। ১৯৮২ সালে দেখেছি একসাথে অভিনয় করতে 'চলতি কা নাম জিন্দেগী' ছবিতে। এই ছবিতে কিশোর কুমারের সুরে একটি গানে কিশোর কুমার, মহং রফি ও মান্না দে কণ্ঠ দিয়েছিলেন। একই ফ্রেমে বন্দি হয়েছিলেন সত্যেন বসুর ছবিতে।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আধিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিককোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়